সংবাদ

তারিখ ... SEP 27 2000
পৃষ্ঠা : ১২ কলাম - ...

৫৫

চাইল্ড পার্লামেন্টের গোলটেবিল বৈঠক

স্কুলে শিশু শাস্তি বন্ধে আইন করার দাবি : আইনমন্ত্রীর নাকচ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধ করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ণের দাবি জানিয়েছে চাইল্ড পার্লামেন্টের সদস্যরা। আর আইনমন্ত্রী জানালেন, আইন করা যাবে না। নীতিমালা তৈরি করা যেতে পারে। প্রচলিত আইন যাচাই করে দেখতে হবে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে মঙ্গলবার সেভ দি ... চাইল্ড পার্লামেন্টের 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধ করার লক্ষ্যে আইন তৈরির দাবি' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু। বক্তব্য রাখেন- ল'

নাকচ : পৃঃ ২ কঃ ৪

নাকচ : আইনমন্ত্রীর

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কমিশনের সদস্য ড. এনামুল হক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মনসুর মুসা, বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মনোবিজ্ঞানী ড. মেহতাব খানম, অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, ড. মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রহার করেন- এ নিয়ে কোন আইন করা যাবে না। তাহলে সংঘাত সৃষ্টি হবে। নীতিমালা তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

তিনি বলেন, 'শাস্তি' শব্দটি বর্জন করতে হবে। সেইসঙ্গে শিক্ষকদের মানোন্নয়ন করতে হবে। কেন না এটি সত্যি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকদের মান, দায়দায়িত্ব, গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে।

গোলটেবিল বৈঠকে চাইল্ড পার্লামেন্টের সদস্যরা জানান, আমরা চাই ভয়ভীতিমুক্ত আনন্দঘন শিক্ষাঙ্গন। আর তাই আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই চাই শিশুবান্ধব আইন যা হবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তিবিরোধী এবং যা নির্যাতক শিক্ষকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে।

চলতি বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত চাইল্ড পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশনে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রোধে আইন প্রণয়নের দাবিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পাস করা হয়। এছাড়া গত বছরের গোলটেবিল বৈঠকে আইনমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি বন্ধের লক্ষ্যে একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরি করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এদিকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের নির্যাতনে স্কুলছাত্র দীপু হত্যার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে চিঠি পাঠিয়েও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করে চাইল্ড পার্লামেন্ট সদস্যরা।

সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাসনের নামে চলছে ত্রুটিপূর্ণ শাসন। এ ত্রুটি দূর করে ভীতিমুক্ত আনন্দঘন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের কারিকুলাম বিশ্বমানের ও সময়োপযোগী নয়।

ল' কমিশনের সদস্য ড. এনামুল হক বলেন, শিশু নির্যাতন একটি জঘন্য অপরাধ। শাস্তি নয়, সংশোধনের মাধ্যমেই সম্ভব অপরাধ দমন।

রাশেদ খান মেনন বলেন, আমাদের সমাজে বড় ও ছোটদের মধ্যকার সম্পর্ক কর্তৃত্বপূর্ণ। এ সম্পর্ককে আরও সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ করতে হবে। এর জন্য সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। তা না হলে শুধু আইন করে লাভ নেই।

হাসানুল হক ইনু বলেন, সবার আগে আমাদের দেশে রাজপথে পেটানোর রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকদের ...